চল্লিশ হাদিস

মূল

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহর কথা..... ৭
পরিশুদ্ধ নিয়তবিহীন আমল কবুল হয় না..... ১০
দীনের স্তর.....১১
ইসলামের ভিত্তি..... ১৩
জীবন, মরণ, রিজিক ১৪
বিদআত প্রতাখ্যানযোগ্য আমল.....১৫
ইখলাস ও আল্লাহভীতি.....১৬
কল্যাণকামনাই দীন ১৭
মুসলমানের জীবন ও ধন-সম্পদ (বিনষ্ট করা) হারাম ১৭
নবিজির আনুগত্য মুক্তির পথ ১৮
হালাল উপার্জন দুআ কবুলের মাধ্যম ১৯
সন্দেহ থেকে দূরে থাকা ২০
ইসলামের সৌন্দর্য..... ২০
ইমানী বন্ধন ২১
মুসলমানের জীবন নিরাপদ রাখা.....২১
মেহমান ও প্রতিবেশীর হক.....২২
রাগ কোরো না, হাত বাড়ালেই জান্নাত..... ২৩
ইহসান (সহানুভূতি)..... ২৩
উত্তম আচরণ ও তাকওয়া ২৪
আল্লাহর সাহায্য ও দুঃখের পরে সুখ ২৫
লজ্জা-শরমের ফজিলত..... ২৬
ইসলাম ও তার উপর দৃঢ়তা ২৭
জান্নাতের পথ ২৭
সব কল্যাণ..... ২৮

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ২৯
জিকিরের ফজিলত..... ৩১
ভালো কাজের অনেক পথ ৩২
পাপ ও পূণ্য ৩৩
আনুগত্য ও সুন্নাহর অনুসরণ ৩৪
ইসলামের স্তম্ভ ও ভিত্তি ৩৫
শরয়ি সীমারেখার কাছে পেশ করা ৩৭
যুহুদ বা দুনিয়াবিমুখতা.....৩৮
ক্ষতিগ্রস্থ ও ক্ষতি করা যাবে না ৩৮
ইসলামী বিচারের মূল ভিত্তি..... ৩৯
অসৎ কাজের বাঁধা দেওয়া..... ৩৯
ইসলামে ভ্রাতৃত্বের অধিকার ৪০
সহযোগীতা, ইলম ও আমল ৪১
আল্লাহর মহা অনুগ্রহ ও দয়া ৪২
আল্লাহর প্রিয়দেরকে ভালোবাসা..... ৪৩
ইসলাম সহজ, কঠিন বিষয় উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে.....৪৪
দুনিয়াতে পথিকের মত থাকো.....৪৪
শরিয়তের মূলনীতি ও নবিজির পদাঙ্ক অনুসরণ ৪৫
আল্লাহর অসীম ক্ষমা ৪৬

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহর কথা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের মহান প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। যিনি আসমান এবং জমিনের তত্ত্বাবধায়ক। সমস্ত সৃষ্টিজীবকে পরিচালনাকারী। মানুষকে সু-পথে আনার জন্য যিনি নবি-রাসুলকে মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন। যারা অকাট্য দলিল ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদির আলোকে বিধানবলী বর্ণনা করেছেন। আমি মহান রবের কাছে আমার উপর প্রদত্ত নিয়ামতের প্রশংসা আদায় করছি, ও তার দয়া ও অনুগ্রহ কামনা করছি।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। যিনি একক ও ক্ষমতাধর, অসীম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসুল, প্রিয়জন ও বন্ধু। যিনি সৃষ্টিজীবের শ্রেষ্ঠ মানব ও যুগ-যুগ ধরে মুজিজা সম্বলিত সম্মানিত কুরআনুল কারিমের মাধ্যমে সম্মানিত হয়েছেন, এবং সুন্নাহর মাধ্যমে সঠিক পথ প্রত্যাশীদের হিদায়াত করেছেন। এবং যাকে শব্দ অল্প কিন্তু বেশী ভাবার্থ প্রকাশ করার গুণে গুনান্বিত করা হয়েছে। দুরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক নবিজির ওপর, তার পরিবারবর্গের উপর এবং সমস্ত নেককারদের উপর।

পর কথা হলো এই যে, আবু তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুআজ ইবনু জাবাল, আবদুল্লাহ ইবনু উমার, আবু দারদা, আনাস ইবনু মালিক, ইবনু আব্বাস, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত আছে—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

‘যে ব্যক্তি আমার উম্মাহর (উপকারের) জন্য দীনি বিষয়ে চল্লিশ হাদিস সংরক্ষণ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে ফকিহ ও আলিমদের দলে উঠাবেন।’[১]

অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তাআলা তাকে ফকিহ ও আলিম হিসেবে উঠাবেন।

[১] অনেকে এই বর্ণনাকে জয়িফ বলেছেন। যদিও বিভিন্ন সাহাবি থেকে এই বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে।

অন্য বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করুক, যে আমার কথা (হাদিস) শুনেছে এবং তা মুখস্থ রেখেছে। অতঃপর তা অন্যের কাছে শোনার মতই পৌঁছে দিয়েছে।'[৫]

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অনেক আলিমরা দীনের মূলনীতি, শাখাগত বিষয়ে, কেউবা জিহাদের বিষয়ে, কেউ দুনিয়াবিমুখতা, কেউ আদব-আখলাক, কেউ বিভিন্ন আলোচনা বিষয়ে চল্লিশ হাদিস সংকলন করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন।

আর আমি দীনের সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে শামিল করবে ও প্রতিটি হাদিস একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হবে—তা বিবেচনা করে চল্লিশ হাদিস সংকলন করলাম। যেমন কোনো-কোনো হাদিসের ব্যাপারে আলিমরা বলেছেন, তা দীনের মূলভিত্তি, বা দীনের অর্ধেক, বা এক তৃতীয়াংশ। আর এই চল্লিশ হাদিস সংকলন করার ক্ষেত্রে আমি কেবল সহিহ হাদিসকেই নির্বাচন করেছি। এখানকার অধিকাংশ হাদিস সহিহুল বুখারি ও সহিহ মুসলিম থেকে সংকলন করেছি। আর আমি প্রতিটি হাদিস সনদবিহীন (ধারা বর্ণনা) উল্লেখ করেছি। যাতে তা সহজে মুখস্থ করা যায় ও ইনশা আল্লাহ এর মাধ্যমে অধিক উপকার হাসিল করা যায়। প্রতিটি অধ্যায়ে সহজ শব্দের হাদিস আনার চেষ্টা করেছি। সুতরাং প্রত্যেক আখিরাতমুখীর জন্য এই হাদিসগুলো অনুধাবন করা, এর গুরুত্ব ও মর্মার্থ জানা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলার সমস্ত আনুগত্যের উপর স্থির থাকা, বাহ্যিক বিষয়ে চিন্তা করা প্রতিটি মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

পরিশেষে বলব, ভরসা কেবল আল্লাহর উপর। তার কাছেই সমর্পণ ও নির্ভরতা। প্রশংসা ও শুকরিয়া কেবল তাঁরই জন্য। (তাঁর) তাওফিক ও করুণায় নিরাপত্তা কামনা করছি।

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ

[৫] জামিউত তিরমিজি: ২৬৫৮; সুনানু ইবনি মাজাহ: ২৩০। হাদিসের মান: সহিহ। তাহকিক: শাইখ শুআইব আরনাউত ও আলবানি রাহিমাহুল্লাহ।

পরিশুদ্ধ নিয়তবিহীন আমল কবুল হয় না

عن أمير المؤمنين أبي حَفْصٍ عمرَ بنِ الخطابِ بنِ نُفَيْلِ بنِ عبدِ العُزّى بن رياح بنِ عبدِ اللهِ بن قُرْطِ بن رَزاح بنِ عدِي بنِ كعب بنِ لُؤَيِّ بنِ غالبٍ القُرشِيِّ العَدويِّ قالَ: سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: «إنّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امرِىءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه»

[১] আমিরুল মুমিনিন উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, নবিজি বলেছেন, সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ যে নিয়ত করবে, সে তাই পাবে। সুতরাং—যে ব্যক্তির হিজরত আল্লাহর জন্য ও তাঁর রাসুলের (সন্তুষ্টির) জন্য হবে; তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তার হিজরত সেটার জন্যই হবে।[৬]

এই হাদিসটি ইমামুল মুহাদ্দিসীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল ইবনু ইবরাহিম ইবনুল মুগিরাহ ইবনু বারযাহ (ইমাম বুখারি) সহিহুল বুখারিতে এবং আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনু মুসলিম আল কুশাইরি আন নিশাপুরী তাঁর রচিত কিতাব সহিহ মুসলিমে এনেছেন। আর এই দুই কিতাব হাদিসের কিতাবের মধ্যে সবচে' বিশুদ্ধ কিতাব।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এই হাদিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষের পুরো জীবনের সব রকমের আমল এই হাদিসের উপর নির্ভর করে। যে ব্যক্তি এই হাদিসের উপর পূর্ণাঙ্গরূপে আমল করতে পারবে, আশা করা যায়; তার জীবন সফলকাম

[৬] সহিহুল বুখারি: ১; সহিহ মুসলিম: ৪৯২; মুসনাদু আহমাদ: ১৬৮।

হবে। ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, হাদিসটি দীনের এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধাংশ।

ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, এই হাদিসটি ফিকহের সত্তরটি অধ্যায়কে শামিল করে।

কিছু-কিছু আলিমরা বলেন, এই হাদিস ইসলামের তৃতীয়াংশ।

দীনের স্তর

عن عمر بن الخطاب قَالَ: بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَومٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَينا رَجُلٌ شَديدُ بَياضِ الثِّيابِ، شَديدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لا يُرَى عَلَيهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيهِ إِلَى رُكْبتَيهِ، وَوَضعَ كَفَّيهِ عَلَى فَخِذَيهِ ، وَقالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبرني عَنِ الإِسلامِ، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «الإِسلامُ: أَنْ تَشْهدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ الله وأَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ الله، وتُقيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤتِيَ الزَّكَاةَ، وَتصومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيتَ إن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبيلًا». قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقهُ! قَالَ: فَأَخْبرني عَنِ الإِيمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤمِنَ باللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: صَدقت. قَالَ: فأَخْبرني عَنِ الإِحْسَانِ. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْبِرني عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ: فأخبِرني عَنْ أَمَاراتِهَا. قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ

العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ». ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللهُ ورسُولُهُ أعْلَمُ. قَالَ: «فإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينكُمْ»

[২] উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। তখন সেখানে ধবধবে সাদা পোষাক পরিহিত একজন ব্যক্তি আসল। তার মাথার চুল ছিল খবুই কালো। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনে না আবার তার উপর সফরের কোনো আলামতও নেই। এক পর্যায়ে সে এসে নবিজির কাছে বসল। এরপরে তার দুই হাঁটু নবিজির হাঁটুর সাথে মিলালো এবং তার দুই হাতকে নিজ রানের উপরে রেখে বলল, হে মুহাম্মাদ, আপনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন।

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইসলাম হল—তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল। তুমি সালাত কায়িম করবে, জাকাত আদায় করবে, রামাদানের সিয়াম পালন করবে। আর সামর্থ থাকলে বাইতুল্লাহর হজ্জ পালন করবে। আগত লোকটি বলল, আপনি সঠিক বলেছেন। আমরা তার কথায় আশ্চর্য হলাম যে, সে জানতে চাইল আবার সঠিক বলে সমর্থনও করল।

আগত লোকটি বলল, আপনি আমাকে ইমানের ব্যাপারে সংবাদ দিন। নবিজি বললেন, ইমান হলো—তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর নবি-রাসুলগণের প্রতি, পরকাল এবং তাকদিরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে। আগত লোকটি সমর্থন করে বলল, আপনি সঠিকটাই বলেছেন।

আগত লোকটি আবার বলল, আপনি আমাকে ইহসান সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করুন। তিনি বললেন, ইহসান হল এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে—যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন (এমন বিশ্বাস করবে)। সে বলল, আপনি আমাকে কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে অবিহিত করুন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর